কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

ECHOES
INDIA

শ্রী রামচন্দ্র মিশন ®

মে ২০১৪

৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

পূজ্য বাবুজী মহারাজের ১১৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন – ২৯, ৩০ এপ্রিল ও ১ মে – ২০১৪

ডি.জে পার্ক, তিরুপ্পুর

বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। উৎসবের ঠিক আগের সপ্তাহের শেষের দিকে যখন অভ্যাসীরা আসতে শুরু করল, পরিবেশ শান্ত ও আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

ধ্যানকক্ষ

ধ্যানকক্ষ দারুণভাবে সুসজ্জিত হয়েছিল আর মঞ্চ জুড়ে বাবুজী মাহারাজের এক বিশাল প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছিল। কক্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বৃহৎ LCD স্ক্রীনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে মঞ্চের কার্যক্রম সরাসরি অভ্যাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। অভ্যাসীদের ডিহাইড্রেশন্ প্রতিরোধার্থে স্বেচ্ছাসেবকরা ধ্যানকক্ষে পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। গুরুদেবের স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে চেন্নাইয়ে থেকে যেতে হয়েছিল এবং ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল তিনদিনের কার্যক্রমে মোট আটটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ভান্ডারায় উপস্থিত প্রায় ১৫০০ অভ্যাসী এই সৎসঙ্গে অনুপ্রাণিত হন ও তাদের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে অনুভব করেন।

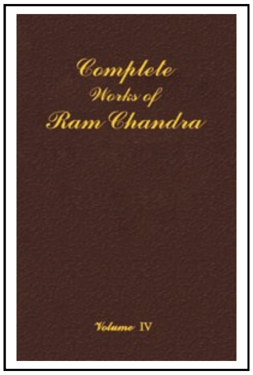

২৯ এপ্রিল সৎসঙ্গের পর মার্চ ২০১৪এ প্রাপ্ত ‘হুইস্পারস্..’এর কিছু বিশেষ বার্তা পাঠ করা হয়। এই বার্তাগুলি ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে গুরুদেবের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে অনুমোদন ও পূর্ণ সমর্থন করে।

২৯ এপ্রিল শিশুরা বেশ কয়েকটি নতুন প্রকাশনা বের করে। তারপর ভ্রাঃ কমলেশ ‘Complete Works of Ram Chandra – Vol.4’এর উপর বক্তব্য রাখেন এই সঙ্কলনটি প্রকাশে যারা সহায়তা

> “‘‘বাবুজী মহারাজ প্রেরিত বার্তাগুলির মাধ্যমে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা তাঁর প্রদর্শিত পথ নির্ভুলভাবে, কোনরকম বিচ্যুতি না ঘটিয়ে, হৃদয়ে গভীর আস্থা আর সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুগভীর প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে অনুসরণ করতে পারি ও সমস্ত জীবনের কাছে প্রেম হয়ে প্রস্ফুটিত হতে পারি”।
>
> পি. রাজাগোপালাচারী

করেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এখানে বাবুজী মহারাজের অভ্যাসীদের প্রতি লেখা বেশ কিছু চিঠিপত্র ও বিভিন্ন প্রবন্ধ যা আগে হিন্দিতে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রচন্ড গরম সহ্য করেও অভ্যাসীরা কার্যক্রম শেষ হওয়া পর্যন্ত ধ্যানকক্ষে শান্ত হয়ে থাকেন।

৩০ এপ্রিল সকাল ৬টার সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ কমলেশ ৬টি বিবাহ সম্পন্ন করান। কিছুক্ষণ পর গুরুদেব চেন্নাই থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে বৃহৎ স্ক্রীনে আবির্ভূত হন। এই লিংকের মাধ্যমেই গুরুদেবের নাতনি ‘হুইস্‌পার..’এর বার্তা পাঠ করেন এবং গুরুদেবের বক্তব্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। বিশ্বব্যাপী সর্বত্র SRCM কেন্দ্রে এই লিংক উপলব্ধ ছিল। ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় ঠান্ডা বাতাসে তীব্র দাবদাহ কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় ভঃ রঞ্জনার ভজন সকলকে গুরুদেবের স্মৃতিতে ভরিয়ে দেয়।

অন্যান্য কার্যক্রম

সমস্ত ZIC, CIC, আশ্রম প্রবন্ধকগণ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকদল ও কর্মীদল একসাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাপারে আলোচনা করেন।

SAHAJ MARG ARCHIVE

শিশু ও যুব কেন্দ্র শিশুদের বয়স অনুসারে তিনটি দলে ভাগ করে বিভিন্ন কাজে তাদের ব্যস্ত রেখেছিল। উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত প্রায় ৮০০০ অরিগ্যামি ‘শান্তি সারস’ দিয়ে জায়গাটি সুসজ্জিত করা হয়েছিল। এক লাকি ড্র এর মাধ্যমে শিশুদের নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় অনূদিত পুস্তকের প্রকাশে ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে ঘোষণায় সাহায্য করেছিল। এই উৎসবে প্রায় ২৫০০ শিশু অংশগ্রহণ করে।

বড় সাধারণ ক্যান্টিন ছাড়াও আরও তিনটি ক্যান্টিন ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় তৈরী হয়েছিল যাতে অভ্যাসীদের বেশি হাঁটতে না হয়। ভান্ডারা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য খাবার জায়গা, থাকার ব্যবস্থা (তাঁবু) ও মিশনের ঐতিহাসিক দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর জায়গা, ফটো গ্যালারী, টি-শার্ট বিপণন কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। গুরুদেবের কটেজের বাইরে নীরবতা অঞ্চল গুরুদেবকে নীরবে স্মরণ করার উপযোগী বাতাবরণ তৈরী করেছিল।

ভাষণ

এই ভান্ডারায় ভ্রাঃ কমলেশ তিনবার অভ্যাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন । তিনি নিয়মিত অভ্যাসের উপর জোর দেন ও বাবুজী মহারাজের শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন । ১ মে ভ্রাঃ কমলেশ তাঁর অন্তিম ভাষণে বলেন আকাঙ্খা এমন এক বিষয় যা আমাদের প্রগতিকে সবসময় মন্থর করে দেয় । নিয়মিত অভ্যাস ও সতত স্মরণের মাধ্যমে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই যে আকাঙ্খা আর আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না । এই অনুষ্ঠানটিকে এক মহৎ উৎসবে পরিণত করতে সহায়তাকারী সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী ও সমন্বয়কারীদের ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ভ্রাঃ কমলেশ বলেন, “সমস্ত অজ্ঞাতনামা আত্মাদের গন্তব্য তাঁর কোমল হৃদয়ে সুনিশ্চিত ।”

মানাপাক্কাম আশ্রম

মানাপাক্কামে আনুমানিক ৩৫০০ বা তার অধিক অভ্যাসী সমাবেশ ঘটেছিল । ধ্যানকক্ষের প্রবেশপথ উৎসবের জন্য রঙ্‌বেরঙের রঙ্গোলি ও ফুলসম্ভারে সুসজ্জিত করা হয়েছিল । ২৯ ও ৩০ এপ্রিল এবং ১ মে সকালে গুরুদেব ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । তিনি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অভ্যাসীদের সাথে ঐ দিন সাক্ষাতও করেন ।

৩০ এপ্রিল গুরুদেব সকাল ৬ টায় তাঁর কটেজে প্রসাদ বিতরণ করেন । তাঁকে বেশ উজ্জ্বল ও তেজোময় লাগছিল । সৎসঙ্গের পর তিরুপ্পুর ভান্ডারার সাথে সরাসরি ভিডিও লিংকের ব্যবস্থা করা হয় ।

৩০ এপ্রিলের হুইস্‌পার ভঃ মাধুরী পাঠ করেন তারপর গুরুদেব তাঁর বক্তব্য রাখেন । সাম্প্রতিক হুইস্‌পারের বার্তাগুলির উল্লেখ করে তিনি বারম্বার মিশনের ধারাবাহিকতার আশ্বাস দেন ও বলেন যে আমাদের বর্তমানকে নিয়ে চিন্তা করা উচিত আর ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত । তিনি বলেন, “আমি আবার বলছি, আমাদের এই সময়ের উপকারিতা নিতে হবে যে সময়ে আমরা আছি, যে সময়ে প্রকৃতি আমাদের এই অবস্থায় রেখেছে, আমাদের মিশনের সূযোগ সুবিধা দিয়েছে, যে সুবিধা নিয়ে মিশন আজ আমাদের কাছে উপনীত এবং অকাতরে সকলের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত, কোনরকম অন্ধবিশ্বাস নয়, কোন ঘৃণা নয়, কোন সমালোচনা নয় । এই সমস্ত কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু অভ্যাসে আনা খুবই শক্ত” । এরপর গুরুদেব ভগিণী বন্দনার সাথে জন্মদিনের কেক কাটেন এবং বাবুজী মহারাজকে উৎসর্গ করেন ।

> “যদি আমাদের উত্তোরণ ঘটতে থাকে, তবে অবশ্যই এখানে আমাদের উত্তোরণ ঘটবে । এটা এখান থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় সেখানে । এবং কেমন ভাবে এর শুরু হয় ? কোনরকম অন্ধবিশ্বাস নয়, কোন ঘৃণা নয়, মানুষকে ক্রমবর্ধমান আলিঙ্গনের প্রবণতা নিয়ে হৃদয়ে হালকা ভাবের প্রস্ফুরণ ঘটানো” ।
> পি. রাজাগোপালাচারী

SHRI RAM CHANDRA MISSION

মানাপাক্কামের খবর

ফেব্রুয়ারী ২০১৪

গুরুদেব ‘গায়ত্রী’তে : ৫ – ১৪ ফেব্রুয়ারী

৫ ফেব্রুয়ারী তিরুভাল্লুরে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনার কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সফর করতে সমর্থ না হওয়ার জন্য তিনি ভ্রাঃ কমলেশ ও ভ্রাঃ পি. আর, কৃষ্ণাকে প্রেরণ করেছিলেন। ১১টা নাগাদ গুরুদেব এক ‘মল’এ গিয়ে কিছু খাবার দাবার কিনে নিয়ে হঠাৎ ‘গায়ত্রী’তে গিয়ে হাজির হয়ে পরিবারের সকলকে অবাক করে দেন। যদিও তাঁর ফিরে আসার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পরিশেষে তিনি ‘গায়ত্রী’তে থেকে যাওয়াই স্থির করেন।

কানপুর আশ্রম নির্মানের উদ্বোধন

রবিবার ৯ই ফেব্রুয়ারী

গুরুদেব খুব শীঘ্রই তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও গুরুদেব ভিডিও লিংকের দবারা কানপুর অভ্যাসীদের অভিনন্দন করলেন এবং অভ্যাসীরাও গভীর ভালবাসা ও উৎসাহের সাথে তাঁকে অভিবাদন করলেন। প্রায় সেই মুহূর্তেই গুরুদেব প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন ও সেখানে একত্রিত অভ্যাসীদের দলটিকে সম্বোধন করলেন। গুরুদেব আশ্রমের ভীত তৈরী করার জন্য কি ভাবে ইট বসাতে হবে ইত্যাদি তার নির্দেশ দিলেন। গুরুদেব অভ্যাসীদের সাথে কথা বলে এই প্রকল্পটির সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চাইলেন ও বললেন, “আমি আপনাদের জন্য ধ্যান এইখানেই শুরু করব এবং আপনারা ঐখানেই ধ্যান করতে পারবেন।” এরপর গুরুদেব গায়েত্রীর কক্ষেএসে কানপুরে জমায়ত অভ্যাসীদের জন্য সৎসঙ্গ শুরু করেন। একঘন্টা সৎসঙ্গ চলার পর গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে ভিতরে বিশ্রাম নিতে যান।

ইতিমধ্যে ভ্রাঃ কমলেশ আশ্রমে কয়েকটি বিবাহ সম্পন্ন করান।

ইউরোপীয়ান প্রশিক্ষকদের সম্মেলন:– ১৫–২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

গুরুদেব ১৫ তারিখে উদ্বোধন অধিবেশনটি শুরু করার জন্য মানাপাক্কাম এলেন, গুরুদেব ‘ডর্ম’–এতে প্রিফেক্টদের নিয়ে সৎসঙ্গ করলেন। তারপর কাজের পরিমার্জনার বিষয়টি নিয়ে অভ্যাসীদের সাথে কথা বললেন। গুরুদেব আরো বললেন যে, যখন আমরা প্রশিক্ষণের কাজটাকে ভালবাসি তখন সেই কাজ আরো বেশী মার্জিত হয় এবং সেটি আরো প্রভাবী হয়। গুরুদেব সেটি অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন। গায়েত্রীতে ফিরে যাবার আগে গুরুদেব দলটিকে ছোট– ছোট সমূহে ভাগ করে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় দেখা করার আমন্ত্রণ দিলেন।

আন্তর্জাতিক ছাত্রবৃত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ISTP)

১৫ তারিখ গুরুদেব সব অংশগ্রহণকারীদের ও IST কার্যক্রমের সংযোজকদের মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ দেন। প্রশিক্ষকদের প্রমাণ পত্র বিতরণ করার পর গুরুদেব ব্যক্তিগত ভাবে দেখেন যে সবাই ভোজন করতে বসেছেন কিনা এবং তারপর তাদের সাথে বসে মধ্যাহ্নভোজন করেন। সন্ধ্যায় গুরুদেব ‘গায়েত্রী’তে যান।

রবিবার ১৬ ফেব্রুয়ারী

গুরুদেব সকালবেলায় ‘গায়েত্রী’তে উপস্থিত প্রায় ৬০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে একটি সৎসঙ্গ করেন। তারপর তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য প্রস্থান করেন।

সন্ধ্যায় প্রশিক্ষক সম্মেলন থেকে প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী গায়েত্রীতে আসেন। গুরুদেব অভ্যাসীদের সাথে কক্ষে এসে বসেন এবং সেখানে তাদের জলযোগ করানো হয়। প্রাথমিক ভাবে এটি এক নীরব অধিবেশন ছিল, একজন ভগিনী বেহালা বাজান এবং যখন তিনি বাদ্যযন্ত্রের কম্পনের বিষয়ে কিছু কথা বলেন তখন গুরুদেব বলেন, “সব কিছুই কম্পন”। তারপর ভগিনী বাদ্যসঙ্গীতের এক অংশ শেষ করেন ও গুরুদেব তাকে বাজিয়ে যেতে বলেন। এরপর কিছু অভ্যাসী গুরুদেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠি ও উপহার ইত্যাদি দেন।

continued.

গুরুদেব ইউরোপ যাত্রার কথা মনে করে সেখানকার ভাষা, বিশেষ করে স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ান্ ভাষাটি শেখা খুব শক্ত সে বিষয়ে কিছু কথা বলেন।

নিয়মিত কার্যক্রমের এই সূচী সপ্তাহ ব্যাপী চলল:– অভ্যাসীরা সকালবেলায় গুরুদেবের সাথে দেখা করতে আসতেন এবং সন্ধ্যায় গুরুদেব ইউরোপ থেকে আসা প্রশিক্ষকদের ৫০ থেকে৬০ জনের একটি দলের সাথে দেখা করতেন।

রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী

যেহেতু গুরুদেবের শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না, সে কারণে অভ্যাসীদের গায়েত্রীতে না যাবার একটি অনুরোধ করা হয় ; ঘোষনা করা সত্ত্বেও প্রচুর অভ্যাসী সেখানে উপস্থিত হন। গুরুদেব প্রায় ১ঘন্টা ১০মিনিট ব্যাপী দীর্ঘ সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন। তারপর তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তথাপি তিনি কিছুঅভ্যাসীদের সাথে দেখা করে তারপর ভেতরে যান।

২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী

গুরুদেবের শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। বৃহস্পতিবার রাত্রিতে তাঁর নাতি ভার্গভ দিল্লী থেকে এল এবং আগামী তিনদিন গুরুদেব বেশ ভালই ছিলেন।

মার্চ ২০১৪

গায়েত্রীতে গুরুদেব ঃ ১ থেকে ৯ মার্চ

মার্চের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে ভার্গভ গায়েত্রীতে আসাতে গুরুদেবের মধ্যে ভাল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। পুরো পরিবারের সাথে তিনি কিছু সময় ব্যতীত করতে পারলেন। ২ তারিখ সন্ধ্যায় ভার্গভ দিল্লী ফিরে গেল।

ভার্গভের যাবার পর গুরুদেব আরো এক সপ্তাহ ছিলেন। গুরুদেবকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল এবং যখনই তাঁর শরীর ভাল থাকত তখনই সৎসঙ্গের পরিচালনা করতেন। খুব বেশী অভ্যাসীদের যাতায়াত ছিল না বলে গুরুদেব নিজেকে সুস্থ অনুভব করছিলেন। সপ্তাহ শেষে তিনি মানাপাক্কাম ফেরার জন্য প্রস্তুত হন।

মানাপাক্কামে গুরুদেবের পুনরাগমন : সোমবার ১০ মার্চ ২০১৪

গায়েত্রীতে একমাস থাকার পর গুরুদেব মানাপাক্কামে ফিরলেন। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক উন্নতি হচ্ছিল ও স্বাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করছিলেন। গল্ফ খেলার গাড়িতে করে গুরুদেব আশ্রম প্রদক্ষিণ করলেন, সাথে সাথে তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গেও দেখা করলেন ও আশ্রমের নির্মাণ কার্যগুলো পরিদর্শন করলেন। গুরুদেব অভ্যাসীদের সিটিং দেওয়া ও তাদের সাথে দেখা করা বা আশ্রমের প্রশাসনিক কার্যকলাপে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। গুরুদেব যখনই কটেজের বাইরে বসতেন তখনই অভ্যাসীদের দল তাঁকে ঘিরে থাকত।

গুরুদেবের সৎসঙ্গ : রবিবার ১৬ মার্চ ২০১৪

সকাল ৬টায় গুরুদেব তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন এবং বললেন, "আজকে আমার খুব ভালো লাগছে।" একজন অভ্যাসী মনে করিয়ে দিলেন যে, আজকে হোলি উৎসব (রঙের উৎসব)। কথাটি শোনা মাত্র গুরুদেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন, "আমি এখন সৎসঙ্গ পরিচালনা করব।" এক ঘন্টারও বেশী সময় সৎসঙ্গ পরিচালনা করে তিনি কটেজে ফিরে আসেন।

গীতা অধিবেশন

ভ্রাঃ সংস্কৃত কন্ননের দবারা গীতার শেষ অধ্যায়ের (১৮ তম অধ্যায়) পাঠ আজকে শেষ হবার কথা। অধিবেশনটি দেড় ঘন্টা চলাকালীন এই অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকের তিনি ব্যাখ্যা করেন, ভগবান কৃষ্ণের সন্দেশ এর মূল অর্থ হল, "সবকিছু ত্যাগ করে আমায় সমর্পন কর।" গুরুদেব খুব মনোযোগ সহকারে এই অধিবেশনটি উপভোগ করছিলেন। যেহেতু অধ্যায় শেষ হল না সেজন্য সেটিকে আগামী সপ্তাহে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

গৃহপ্রবেশ ঃ বুধবার, ১৯ মার্চ

এই দিন গুরুদেব আশ্রমের পিছনে অবস্থিত দবারিকা অ্যাপার্টমেন্টে গৃহপ্রবেশ করতে আসেন তিনি সোজা উপরে উঠে এসে ঐ পরিবারের লোকেদের ডাকেন ও তাদের প্রসাদ দেন এবং তারপর সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । প্রায় ৪০০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গ করতে একত্রিত হয়েছিলেন ।গুরুদেব হুইলচেয়ারে বাড়িটি ঘুরে দেখেন এবং কিছু সময় সেখানে অতিবাহিত ক্রেন । তারপর নীচের তলাতেই অবস্থিত ভ্রাঃ কমলেশের বাড়িতে যান ।

ভ্রাঃ কমলেশের বাড়ি ঃ ১৯ থেকে ২৫ মার্চ ২০১৪

গুরুদেব সেখানে কিছুদিন অবস্থান করতে মনস্থির করলেন । সব সময়ের মত অভ্যাসীরা সকাল ও বিকালে দেখা করতে আসতেন । গুরুদেব নিজের জলযোগের পর সিটিং দিতেন এবং সন্ধ্যায় যতক্ষণ না ফিজিওথেরাপিস্ট্ এর সময় হত ততক্ষণ কক্ষের বাইরে বসে উপস্থিত অভ্যাসীদের সাথে দেখা করতেন । এই কর্মসূচী রবিবার পর্যন্ত চলে ।

রবিবার দিন সকালবেলায় ভ্রাঃ কমলেশ আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে যাবার পর গুরুদেব নিচে এসে উপস্থিত অভ্যাসীদের জন্য সৎসঙ্গ করলেন । এক দীর্ঘ সিটিং–এর পর গুরুদেব যথারীতি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন ও সাথে সাথে শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন ।

গীতা অধিবেশন : ২৩ মার্চ ২০১৪

গুরুদেব যখন ভ্রাঃ কমলেশের বাড়িতে ছিলেন তখন ভিডিওর দবারা আশ্রমে যে গীতা অধিবেশনটি চলছিল সেটি তাঁকে দেখান হয় । এটি আগের থেকে ঠিক করা শেষ কার্যক্রম ছিল এবং গুরুদেবের শারীরিক অবস্থা ভাল না থাকা সত্ত্বেও এতে পুরোপুরি বিভোর ছিলেন। অবশেষে ঘোষণা করা হল যে, আর একটি অতিরিক্ত অধিবেশনে গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের উপর আর একবার চোখবুলিয়ে নেওয়া হবে ও তারপর প্রশ্ন উত্তর পর্ব করা হবে ।

গুরুদেব অসুস্থ : ২৩ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৪

যেহেতু গুরুদেব অসুস্থ বোধ করছিলেন তাই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ করে দেওয়া হল । গুরুদেব কটেজে ফিরে আসতে চাইছিলেন কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে আসতে পারলেন না । তাঁর শারীরিক শক্তি ফিরে পেতে কিছুটা সময় লাগল ও ২৫শে মার্চ কটেজে ফিরে এলেন ।

এপ্রিল ২০১৪

এপ্রিলের প্রথম দুই সপ্তাহ গুরুদেব অসুস্থ থাকলেন । ডাক্তারদের একটি দল সর্বদা কটেজে উপস্থিত ছিল । দর্শনার্থীদের আসা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল । উপযুক্ত চিকিৎসা ও ঔষধের দবারা গুরুদেবের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গেল । ঔষধের প্রভাব– এর কারণে সর্বদা ঘুম ঘুম অবস্থায় থাকতেন ও বেশীর ভাগ সময় বিশ্রাম করতেন । যখন তিনি নিজেকে একটু ভাল অনুভব করতে শুরু করতেন তখন তিনি বাইরে এসে কটেজের সামনে বা বাবুজী মহারাজের মন্ডপের সামনে বসতেন ।

বরদা থেকে তিন ভগিনী তাদের পরিবারকে নিয়ে গুরুদেবের সাথে দেখা করতে এলেন । গুরুদেব তাদের সাথে দেখা করে খুব খুশী হলেন এবং কিছুটা সময় অতিবাহিত করলেন ।

এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় গুরুদেব কিছু বিষয়ের উপর জোর দিলেন :

"প্রকৃত শক্তি সর্বদাই কোমলতার মধ্যে (অবস্থিত) থাকে । শুধু দুর্বলেরাই কঠিন হয় ।"

"দৃশ্যমান পরিবর্তন স্বভাব এবং চারিত্রিক উন্নতিতেই দেখা যায় ।"

"যখন কাজ কমে যায়, দায়িত্ব বেড়ে যায় ।"

তামিল নববর্ষ : ১৪ এপ্রিল ২০১৪

গুরুদেব খুব শীঘ্র উঠে কিছু অভ্যাসীকে শুভেচ্ছা জানান । সে দিন ধ্যান কক্ষে তাঁর সৎসঙ্গ পরিচালনার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করায় কার্যক্রমটি স্থগিত করলেন । সেদিন তিনি অনেকের সাথে দেখা করতে পারেন নি ।

ভিশু, কেরালা নববর্ষ : ১৫ এপ্রিল ২০১৪

গুরুদেব প্রাঙ্গণে আসেন যেখানে প্রায় ৮০ জন কেরালা থেকে আসা অভ্যাসী আর কিছু চেন্নাই–এর মালায়ালীরা 'ভিশু' উৎসব

পালন করবার জন্য একত্রিত হন । গুরুদেব অভ্যাসীদের ভিশুক্কনির ব্যবস্থা করার অনুমতি দেন । যে জিনিসটি ভিশু দিবসে প্রথম দেখা যায় তাতে কিছু বিশেষ সামগ্রী যেমন ফল, সব্জি, ফুল, একটি লোহার আয়না ও পয়সা বিদ্যমান থাকে ।

এরপর গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন ও ভ্রাঃ কৃষ্ণা মালায়ালমে বক্তৃতা দিলেন। ‘ভিশুক্কনী’ দ্রব্যাদির মধ্যে আয়নাটিকে দেখে গুরুদেব বললেন, যখন আমরা আয়নাটিকে দেখব তখন নিজের মধ্যে গুরুকে দেখা উচিত । তারপর গুরুদেব ভিশুক্কানী (নিয়মটি হল পরিবারের কর্তা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে দেন ।) উপস্থিত প্রত্যেক অভ্যাসী ভ্রাতা ও ভগিনীকে দেন ।

রবিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৪

গুরুদেব ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন । তিনি সেদিন সকাল ৭টা১০ মিনিটে ধ্যানকক্ষে উপস্থিত হন এবং খুব ধৈর্য সহকারে ধ্যান শুরু করার আগে ১০মিনিট অপেক্ষা করেন । সৎসঙ্গের পর তিনি তিনটি বিবাহ সম্পন্ন করান । সাধারনতঃ ঘোষক শেষে বলেন, “দয়া করে গুরুদেব ধ্যানকক্ষ ছাড়ার আগে নিজের স্থানে বসে থাকুন ।”এই ঘোষণাটি তখন করা হয় নি বলে গুরুদেব ভ্রাঃ প্রকাশকে ডেকে সেটি বলতে বললেন । কটেজে ফিরে যাবার পর গুরুদেব কিছুক্ষণ গীতা পাঠ শুনলেন এবং তারপর বিশ্রামে গেলেন ।

গাল্ফ সম্মেলন : ২৫–৩০ মার্চ ২০১৪

মধ্যপূর্ব দেশগুলি থেকে প্রায় ৪০০ জন অভ্যাসী ও ১০০ জন শিশু এই সম্মেলনে অংশগ্রহন করল । ২০ তারিখ ভ্রাঃ কমলেশ সকাল ৯টার সময় একটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন এবং সাধনার গুরুত্বের উপর একটি অসাধারন বক্তৃতা দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন । প্রতিদিন সকালের কার্য্যক্রমে একটি করে বক্তৃতা হত ও সন্ধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হত । ২৯ তারিখ অধিবেশনের শেষে ভ্রাঃ কমলেশ অভ্যাসীদের সম্বোধন করে নিয়মমাফিক অভ্যাস করার গুরুত্বের কথা বললেন এবং ‘Egregore’ শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেন । এটি একটি সম্মিলিত কম্পন যার দবারা জাগ্রত মানবজাতি আরও উন্নীত হতে পারে এবং বিশ্ব সংসার আরও সুন্দর হতে পারে । ৩০ তারিখ ডাক্তারদের পরামর্শ না মেনে জ্বর ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও গুরুদেব সৎসঙ্গের পর সব অভ্যাসীদের সাথে দেখা করলেন ।

ইউরোপীয়ান প্রশিক্ষকদের অধিবেশন, মানাপাক্কাম, ১৫–২০ ফেব্রুয়ারী

ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ থেকে ৩১০ জন অভ্যাসী এই অধিবেশনে উপস্থিত হন এবং অধিবেশনটি তাদেরকে গভীর আত্মচিন্তনের দিকে নিয়ে যায় । গুরুদেব পরিমার্জন সম্বন্ধে বলেন: কি ভাবে গুরুদেবদের সৃষ্টির ও প্রচেষ্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এবং কেমনভাবে তাঁদের কাজের প্রতি ভালোবাসার প্রয়োজন যাতে অপরিহার্য ভেদাভেদের সূক্ষ্ম ও যথাযথ স্তর অনুভব করতে পারেন । কোনো কাজকে অবহেলার সাথে করা এবং ভালবাসা ও মনোযোগ দিয়ে করার মধ্যে কি তফাৎ তার ব্যাখ্যা করেন ।

ভ্রাঃ কমলেশের দেওয়া আর একটি বক্তৃতায় লালাজীর স্বভাবের কথা মনে করিয়ে বললেন যে, তিনি সবাইকে নিজের থেকে বেশী ভালবাসতেন এবং কি ভাবে বাবুজী মহারাজ সর্বাধিক শুদ্ধ স্তরের বিবেক ও সংবেদনা রাখতেন । প্রশিক্ষকরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিচার করলেন যে কি ভাবে ধর্ম এখনও তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।

উপস্থিত সবাই অনুভব করল গুরুদেব নিজের সূক্ষ্মতা, দক্ষতা ও যত্ন দিয়ে সবাইকে এমন উদ্বুদ্ধ করলেন যেন একটি তৈল চিত্রের পুনর্সংস্কার করা হল । সহজ মার্গ একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তিকেও তার মূল ঐশ্বরিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার গৌরবময় সম্ভাবনা রাখে ।

> “একজন মানুষ তখনই প্রকৃত মানুষ যখন সে তার দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করতে পারে । সেখানেই সত্যের প্রকৃত অনুসন্ধান । যে এটাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে, সে নিজেকে সেই পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করে যেখান থেকে আপনা আপনি সব কিছু অবতীর্ণ হয়েছে । অন্য ভাবে বলতে গেলে, সে নিজেকে মূল উৎসের সাথে সংযুক্ত করেছে । এরপর যা বাকী থাকে তা হল সম্প্রসারণ, যার জন্য নির্দেশিত অভ্যাসই যথেষ্ট ।”
>
> বাবুজী মহারাজ
>
> কম্প্লিট্ ওয়ার্ক্স্ অব্ রামচন্দ্র, খন্ড –২, পৃষ্ঠা – ৫৯ ।

বার্তা প্রচার

আমেদাবাদ, গুজরাট

এক অভ্যাসী পরিচালিত ‘ভারতীয় যোগ সংস্থান’এ যারা যোগাভ্যাস করে তাদের জন্য ‘স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য সুখে থাক’– এই অনুষ্ঠান ৭ মার্চ জগার্স পার্কে অনুষ্ঠিত হয়।

ভ্রাঃ ডঃ বিনোদ আগরওয়াল ও ভ্রাঃ ভদ্রেশ ‘ধ্যানের গুরুত্ব’, ‘মানব জীবনে গুরুদেবের ভূমিকা’, ‘সহজ মার্গের মূল বৈশিষ্ট’ এগুলির উপর বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ৯০ জন অংশগ্রহণকারীর প্রায় ৪০ জন সহজ মার্গের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আমাদের প্রশিক্ষক যথাযথভাবে প্রদান করেন।

তাড়িপাত্রি, অনন্তপুর জিলা, এ.পি.

কাড়াপা ও তাড়িপাত্রির বিভিন্ন কলেজে কয়েকটি মুক্ত আলোচনা চক্র বেশ সাড়া জগিয়েছিল । ২৭৫ জন ছাত্র সিটিং নিতে আগ্রহান্বিত হয়, তাদের মধ্যে ১৭০ জনকে প্রাথমিক সিটিং প্রদান করা হয় । এদের মধ্যে ১২০ জন ছিল তাড়িপাত্রি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের । অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ২০ জন প্রশিক্ষক সেখানে সমবেত হয়েছিলেন ছাত্রদের প্রাথমিক সিটিং দেবার জন্য । প্রশিক্ষক ও স্বেছাসেবকগণ যারা এই অধিবেশন পরিচালনা করেন, তাদের অনেকেই অনুভব করেন যে অনেক ইচ্ছুক ব্যক্তির মধ্যেই সাধনযোগ্যতা আছে আর গুরুদেবের কাজ তাদের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে । তাড়িপাত্রির এক কলেজের পরিচালনা কমিটি তাদের কলেজেই প্রাথমিক সিটিং এর ব্যবস্থা করেছিল এবং একটি ঘরের বন্দোবস্ত করেছিল বুধবার সৎসঙ্গ পরিচালনার জন্য । ১৮ বছরের অনেক কম অনেক ছাত্রই হতাশ হয় শুরু না করতে পারার জন্য ।

কাড়াপা

কাড়াপার ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পিজি কলেজ, স্থানীয় ব্যাঙ্ক ও যোগ কেন্দ্রে পাঁচটি মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল । বেশ কয়েকটা আলোচনা চক্র বিশেষ করে কলেজে, ছাত্ররা খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছিল এবং প্রায় ৫০ জন ছাত্র অতি শীঘ্রই সহজ মার্গ শুরু করতে চলেছে । কাড়াপা জিলার পুলিভেন্দলা আশ্রমে আরও এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় । এই অধিবেশন বেশ সুন্দরভাবে গৃহীত হয়েছিল । ভেমপল্লী, পুলিভেন্দুলা, কাড়াপা, তাড়িপাত্রি, হায়দ্রাবাদ থেকে প্রশিক্ষকগণ এবং RTPP ও কাদিরি থেকে কিছু অভ্যাসী এই সিটিংএর আয়োজনে সহায়তা করেছিল।

কোরুতলা এবং মেটপল্লী কেন্দ্র, উত্তর অন্ধ্র প্রদেশ

উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ পরিদর্শনের সময় ভ্রাঃ মধু কোথাপল্লি (ZIC) ও তার সঙ্গীরা জাগিত্যালের স্থানীয় প্রশিক্ষকের সহায়তায় কোরুত্লা ও মেটপল্লীতে ৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে দুটি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন । ফেরার সময় এই দল এক চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে নতুন কেন্দ্রের প্রগতির জন্য গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করেন । এক মাসের মধ্যে ভ্রাঃ মাঞ্চালা কৃষ্ণ এই দুই নতুন কেন্দ্রে মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন । ভ্রাঃ কৃষ্ণা রাও কোরুত্লাতে সহজ মার্গের সূত্রপাত ঘটান ও প্রায় ২০ জন ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রাথমিক সিটিং দেন । ভ্রাঃ সিঙ্গমরাজু মেটপল্লীতে সহজ মার্গ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন এবং

দশ জন নতুন অভ্যাসীকে স্বাগত জানান । এই উদ্দীপনায় জাগিত্যাল, কোথাগুডাম, সিদ্দিপেট ও করিমনগরে আরও মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় । প্রায় ১০০ জন আধ্যাত্মিক পিপাসু ব্যক্তি প্রাথমিক সিটিং নেয় । আন্তরিক প্রার্থনা সত্যিই সবসময় কাজ করে ।

পালাক্কাড, কেরালা

পালাক্কাড আশ্রম থেকে প্রায় ২৫ কিমি দূরে বড়াভান্নুরে নায়ার সার্ভিস সোসাইটিতে ভঃ শ্যামলা মেনন এক মুক্ত আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন । কিছু অভ্যাসী সহ ২৩ জন সেখানে অংশগ্রহন করে । ভ্রাঃ কে.টি. কৃষ্ণান (CIC) ‘ধর্ম ও আধ্যাত্মাতিকতা’র উপর এবং মানব জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন । ভ্রাঃ মূরলীধরণ ‘মানব জীবনের উদ্দেশ্য’ ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে লক্ষ্য প্রাপ্তির উপর আলোকপাত করেন । এরপর এক প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ।

খড়গ্‌পুর, পশ্চিমবঙ্গ

৮ মার্চ খড়গ্‌পুরের কাছে রূপনারায়ণপুরে টাটা হিতাচি কারখানার প্রায় ৭৫ জন কর্মচারীদের নিয়ে দু ঘন্টার এক ধ্যান জাগরূকতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় । ভঃ চন্দর কান্তা, ভ্রাঃ সি.এস.আর. মূর্থী, ভ্রাঃ বি.বি. বেরা ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং ভঃ শ্রীলতা সমগ্র অনুষ্ঠানটির সমন্বয় সাধন করেন । আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর বক্তারা তাদের বক্তব্য রাখেন এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তাও ব্যাখ্যা করেন । সহজ মার্গ পদ্ধতির উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন । সকলকে খড়গ্‌পুর কেন্দ্রের শান্ত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

মহীশূর, কর্ণাটক

ফেব্রুয়ারীতে ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই (যুগ্ম সম্পাদক) মহীশূরের পুলিশ অ্যাকাদেমী পরিদর্শন করেন । ১৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারী দুটি মুক্ত আলোচনা চক্র পরিচালনা করা হয় । ১২০ জন নব–নিযুক্ত সাব–ইন্‌স্‌পেক্টর অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে ৩৩ জনকে প্রাথমিক সিটিং দেওয়া হয় । এপ্রিলের শেষে বাকী শিক্ষানবিশ্ ও কয়েকজন স্টাফ্‌কেও প্রাথমিক সিটিং দেওয়া হবে । প্রশিক্ষণার্থীরা আরও আট মাস ওখানে থাকবেন এবং রবিবারের সৎসঙ্গ ও ব্যক্তিগত সিটিংএর ব্যবস্থা ক্যাম্পাসের মধ্যেই করা হয়েছে । প্রশিক্ষণান্তে তারা কর্ণাটকের বিভিন্ন প্রান্তে নিযুক্ত হবেন । মাইশোর অঞ্চলের ৮ জন প্রশিক্ষক এই কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন ।

তামিলনাড়ু

১৬ থেকে ২১ মার্চ ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই (যুগ্ম সম্পাদক) তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভূর, থুথুকুড়ি ও তিরুনেলভেলি জিলার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন, অভ্যাসীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং কয়েকটি মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন ।

তাঞ্জাভূর জিলায় তাঞ্জাভূর থেকে প্রায় ১৫ কিমি দূরে গভর্নমেন্ট সুগার ফ্যাক্টরির এম্‌প্লয়িজ্ ক্লাবে প্রশিক্ষক সুব্রামনিয়ান ও প্রশিক্ষক মুরুগারাসন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । এই কার্যক্রমে ৩০ জন কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহন করে । পাঁচজন তখনই প্রাথমিক সিটিং নেয় । তাঞ্জাভূরের VETRI IAS স্টাডি সার্কেলের ৮০ জন ছাত্রের সামনেও সহজ মার্গ উপস্থাপিত করা হয় ।

থুথুকূড়ির V.O.C কলেজ অব্ এডুকেশনে ১২০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষার্থী এবং স্পীক্‌নগরের কাছে মুথাইয়াপুরমে ২০ জন মহিলা ভাষণ শোনেন । ৫ জন প্রাথমিক সিটিং নিতে শুরু করেছেন ।

শ্রীবৈকুন্ঠমে KGS কলেজ অব্ আর্টস্, ভডাকাঙ্গুলামে আরুল কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং এবং রাজাস্ কলেজ অব্ এডুকেশনের ছাত্ররা অধিবেশনে অংশগ্রহন করে ।

তিরুচেন্দুর ও উডানগুড়ির মাঝে কাছানাভিলাই এ সার্‌ভাইট কন্‌ভেন্ট্ এ্যান্ড্ স্কুল পরিদর্শন করা হয় । ভঃ অ্যাকুইলিনা (প্রশিক্ষক) যীশুর শিক্ষা থেকে সহজ মার্গে ট্রান্স্‌মিশনের উপর বক্তব্য রাখেন । তাঁর ৫ জন ভগিণী নান্ প্রাথমিক সিটিং নেয় ।

রাজামুন্দ্রী, অন্ধ্র প্রদেশ

এ.পির সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলের শ্রীকাকুলাম, বিজয়নগরম, বিশাখাপত্তনম এবং পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী জিলার ২২ জন প্রশিক্ষক ১৪ এপ্রিল বাজামুন্দ্রীর নতুন আশ্রমে সমবেত হন। ZIC ভ্রাঃ এম. আদিনারায়ণের তত্ত্বাবধানে গুরুদেবের ভিডিও ভাষণ ‘কেমন ভাবে সিটিং দিতে হয়’ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় । এরপর সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়। ZIC বলেন গুরুদেবের সেবায় তাদের আরও ভালো প্রশিক্ষক বা আরও ভালো কর্মী হওয়া উচিত । তিনি শিশু ও যুবকদের মিশনের কাজে অন্তর্ভূক্ত করতে তাদের উৎসাহিত ও আকর্ষণ করতে কিছু ক্রিয়াকর্মের রূপরেখা তুলে ধরেন । কিছু অভ্যাসী ভাই প্রশিক্ষকদের কাজ ও শিশুদের কাজে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন যা সফলভাবে পরীক্ষিত । প্রশিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিগত সিটিং ও লিখিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয় । ‘হুইস্‌পার....’ থেকে এক গুচ্ছ ‘গূঢ় সংকেত’ সম্বন্ধীয় বার্তা পড়ার ও গভীরভাবে মনন করার জন্য বিতরণ করা হয়। এই কার্যকরী ও উপযোগী অনুষ্ঠান সৎসঙ্গ দিয়ে সমাপ্ত করা হয়।

যশবন্তগড়, নাগাউর জিলা, রাজস্থান

৬ এপ্রিল প্রায় ৯০ জন অভ্যাসী যশবন্তগড়, লাদনাম, দিদ্‌ওয়ানা ও সুজনগড় কেন্দ্র থেকে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আসয়া অতিথি ভবনে সমবেত হয়েছিল। কার্যক্রমটি ভ্রাঃ বিকাস (ZIC) ও ভ্রাঃ অনিল (যোধপুর) গাইড করেন । সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের এক ভিডিও প্রদর্শিত হয়, তারপর প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা হয় । একটি ভজন পরিবেশনের পর Reality at Dawn এর একটি অধ্যায়ের অডিও শোনানো হয় । এরপর অভ্যাসীদের চারটি দলে ভাগ করে এইমাত্র শোনানো অডিও থেকে প্রশ্ন করা হয় । পরবর্তী প্রশ্নাবলী ছিল ‘Basics of Sahaj Marg’ থেকে । এই পর্যায়ে অনেক অভ্যাসী তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনেক জিজ্ঞসার সমাধান খুঁজে পান ।

আমেদাবাদ, গুজরাট

কৃষিকার্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিছু ভাই–বোন আমেদাবাদের আদালজ্ আশ্রমের পিছনে কিচেন–গার্ডেনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করার জন্য এক দল গঠন করে । নামমাত্র মূল্যে অভ্যাসীদের কোনরকম কীটনাশক ছাড়া টাট্‌কা, সতেজ ও জৈব শাকসব্জি সরবরাহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল । রবিবার ও অন্যান্য সময়ে আশ্রমের রান্নাঘরেও এই শাকসব্জি ব্যবহার করা হত । শিশুদেরও এই স্বেচ্ছাসেবীদের তত্ত্বাবধানে শাকসব্জি উৎপাদনের শিক্ষা প্রদান করা হত । অভ্যাসীদের কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসাবে এই আশ্রমে এখন এক সুব্যবস্থিত কিচেন–গার্ডেন আছে ।

ভরণগাঁও, মহারাষ্ট্র

৬ এপ্রিল ভরণগাঁও, ভুসওয়াল, খির্‌ডি, জলগাঁও, দীপনগর ও ধুলে থেকে ৫৫ জন অভ্যাসী এক অর্ধ–দিবস কার্যক্রমে অংশ নেয় । ‘দশসূত্র ও চরিত্র গঠন’এর উপর এক প্রশ্নোত্তর মূলক ও শিক্ষণীয় অধিবেশনের পর ভিডিও ‘A Rare Opportunity’ দেখানো হয় ।

এক মুক্ত আলোচনা চক্র ও শিশুদের কার্যক্রমও পরিচালিত হয় । এরপর সহজ মার্গ সাধনা ও সহজ এবং কার্যকরী উপায় হিসাবে আমাদের চিন্তাধারাকে পজিটিভ অভিমুখে চালিত করার জন্য নিয়মিত সাধনার ভূমিকা নিয়ে এক স্বাভাবিক (ঘরোয়া) আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ।

সুরাটে VBSE, গুজরাট

১২ এপ্রিল সুরাট কেন্দ্র ‘শিক্ষায় মূল্যবোধের প্রয়োজন’ এই বিষয়ের উপর অভিভাবকদের জন্য এক স্থিতি–বোধাত্মক কার্যক্রমের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠান উমরা, পিপ্‌লড এর Radiant English Academyতে অনুষ্ঠিত হয় সুরাট কেন্দ্রে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন করার প্রয়াসে। ১২০ জন অভিভাবক, স্কুলের অধ্যক্ষ, ট্রাস্টি ও কর্মচারীবৃন্দ এই অধিবেশনে অংশ নেয়। মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রম Spiritual Hierarchy Publication Trust (SHPT) দবারা জুন ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত নবম শ্রেণীর ছাত্রদের দিয়ে শুরু করা হবে। এই অনুষ্ঠান অভিভাবকদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। অনেকে অভিভাবকদের জন্যও এই কার্যক্রমের অনুরোধ জানান কারণ অভিভাবকরাই শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রধান ভূমিকা নেয়।

U-connect, জয়পুর, রাজস্থান

প্রথম U–Connect এর ওরিয়েন্টেশন্ কার্যক্রম জয়পুরের Arch Point Consultant Pvt Ltdএ অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জন অংশগ্রহণকারী ও ফ্যাকাল্টি তাদের পরিচিতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বক্তা ডঃ আশিস জোহ্‌রি অংশগ্রহণকারীদের ‘নিয়মাবলী’ গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান যা তারা আগামী ১৬টি অধিবেশনে ব্যবহার করবেন। পরে বক্তা অংশগ্রহণকারীদের বুনো হাঁসের গল্প বলে জীবনে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার প্রয়োজনীয়তার উপর চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করেন। এই গল্পের পরে অংশগ্রহণকারীদের কিছু প্রশ্ন করা হয় যা তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রগতি শুরু করার ধারণা দিতে পারে। প্রশ্ন ও উদাহরণের মাধ্যমে ভ্রাঃ আশিস জীবনে আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণ করার উপর জোর দেন। এই অধিবেশন প্রশ্নোত্তরমূলক ছিল এবং অংশগ্রহণকারীরা তাতে ভাগ নিতে পেরে বেশ খুশী বলেই মনে হল।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য অধিবেশন, মুম্বাই

১৯ ফেব্রুয়ারী প্রায় ৪০ জন অভ্যাসী মুম্বাই এর উদয়গিরিতে ডঃ সুভদা নায়েকের বাড়িতে সমবেত হন। ভ্রাঃ মোহনদাস বিভিন্ন উদ্ধৃতি, কাহিনী ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে মিশনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজের ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন। তিনি আমাদের গুরুদেবের কন্‌ডুইট্ (পাইপ) হিসাবে গড়ে উঠতে ও সেবার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসার বিকাশ ঘটাতে সুপারিশ করেন। তিনি প্রস্তাব দেন সমন্বয় সাধন ও কমিটি তৈরী সেবা শুরু করার একটা ধাপ। ভ্রাঃ মোহনদাস আরও বলেন প্রত্যেকে স্বেচ্ছাসেবীর উচিত একমাসের মধ্যেই নিজেকে প্রশ্ন করা – আমি কেমনভাবে ভালো অভ্যাসী হতে পারি, আরও ভালো সেবা করার জন্য আমার কি প্রয়োজন এবং আমি কি সত্যিই শুরু করেছি ?

শ্রীনগর

২৮ থেকে ৩১ মার্চ জম্মু কেন্দ্র থেকে একদল অভ্যাসী শ্রীনগর পরিদর্শন করে এবং বাদামী বাগে CRPF ক্যাম্পের গ্রুপ সেন্টারে ধ্যান ও সাফাই এর উপর GITP মডিউল পরিচালনা করেন। শ্রীনগরে এটাই প্রথম কার্যক্রম কারণ শ্রীনগর এক উপদ্রুত এলাকা যেখানে কার্‌ফিউ ও বন্ধ হল নিয়মিত ঘটনা।

প্রায় ৩৫ জন অভ্যাসী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। বেশীর ভাগই ছিল CRPF কর্মী যারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিল। জম্মু কেন্দ্রের ভ্রাঃ সুরেন্দ্র শর্মা, ZIC, Zone-11A অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জম্মু কেন্দ্রের ভ্রাঃ যুগোল কিশোর (প্রশিক্ষক) ও ভ্রাঃ অশ্বিনী ঠাকুর GITP কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

যুব অনুষ্ঠান

ভীলওয়ারা, রাজস্থান

ফেব্রুয়ারীর শেষ রবিবার সকালের সৎসঙ্গের পর ১২ জন যুব অভ্যাসী এই বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। এক অভ্যাসী ভগিণী লালাজী মহারাজের জন্মদিনে ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলের ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন কেমনভাবে আমাদের দৈনন্দিন আচরণের উন্নতিসাধন করা সম্ভব। তারপর অভ্যাসীরা সহজ মার্গে যোগদানের পর তাদের আচরণ পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণের উপর মতবিনিময় করে। সাধনায় যারা অসুবিধা বোধ করছে তাদের ‘Sahaj Marg Ke Mool Tatva’ পড়তে ও ব্যক্তিগত সিটিংএর সময় প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করতে উপদেশ দেওয়া হয়।

৩০ মার্চ আরও এক যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নতুন অভ্যাসীদের ভান্ডারা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়। যে সমস্ত অভ্যাসী আগে ভান্ডারায় অংশ নিয়েছে তারা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। বাবুজী মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্থানীয় উৎসবের প্রস্তুতির ব্যাপারে এবং বিভিন্ন কাজের এলাকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অভ্যাসীরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজের জন্য তাদের নাম লেখান।

বারাণসী, ইউ.পি

১২ থেকে ১৪ এপ্রিল বারাণসী কেন্দ্রে তিনদিন ব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ৮ জন প্রশিক্ষক, ৫ জন ফেসিলিটেটর, ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও ১২ জন যুব অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করে। প্রথমেই সকলকে ব্যক্তিগত সিটিং দেওয়া হয়। প্রেম ও নিয়মানুবর্তিতা, আজ্ঞাপালন, সেবা, গুরুদেবকে স্বীকার, দশসূত্র, সহজ মার্গে যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখা হয়। এছাড়া ‘আধ্যাত্মিকতা কেন?’ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট যেমন LMOIS, CREST, SMSF, SHPT এবং রিট্রিট্ সেন্টার – এগুলির উপর উপস্থাপনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের মিশনের বই পড়তে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রদত্ত বিষয়ের উপর উপস্থাপনা করতে বলা হয়েছিল। ‘বেঁচে থাকার কৌশল’, ‘অভ্যাস আমাদের সম্পূর্ণতা দেয়’, ‘ভালোবাসা বাড়ি থেকেই শুরু হয়’ এবং ‘ধৈর্যের ফল মিষ্টি’ এসবের উপর তারা ছোট নাটিকা প্রস্তুত করে। এরপর দুঘন্টা স্বেচ্ছাসেবকের কাজে ব্যয় করা হয়। গুরুদেবের কিছু ভাষণ ও ‘গোল্ডেন সাইলেন্স্’ এই কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সকল অংশগ্রহণকারীরা তাদের এই কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছিল।

SHRI RAM CHANDRA MISSION
VARANASI CENTRE

ZICর মোরাদাবাদ পরিদর্শন, ইউ. পি.

১৩ এপ্রিল ভ্রাঃ অশোক গর্গ (ZIC) মোরাদাবাদ আশ্রম পরিদর্শন করেন। সৎসঙ্গ পরিচালনার পর তিনি ভান্ডারায় উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা ও সহজ মার্গ সাধনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরে তিনি এক প্রশিক্ষক মিটিং পরিচালনা করেন এবং কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ প্রগতির পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আশ্রম পরিচালনা কমিটির বৈঠকেও অংশ নেন। সদস্যদের সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দেন এবং আশ্রম রক্ষা করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় টিপ্স্ও দেন।

ZIC দক্ষিণ তামিলনাড়ু – মানামাদুরাই পরিদর্শন

২৩ ফেব্রুয়ারী মানামাদুরাই, শিবগঙ্গাই, কারাইকুড়ি, পরমাকুড়ি ও রমানাথপুরম কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৩০ জন অভ্যাসী নিয়ে মানামাদুরাইএ এক পূর্ণদিবস কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। সৎসঙ্গ ও প্রাতরাশের পর অভ্যাসীদের ৭টি দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক দলকে সহজ মার্গের এক একটা বিষয় দেওয়া হয়। ধ্যান, সাফাই, প্রার্থনা, সেবা, গুরুদেবের প্রতি প্রেম, চরিত্র গঠন ইত্যাদি আরও। আলোচনার পর প্রত্যেক দল থেকে একজন অভ্যাসী দলের মতামত উপস্থাপন করে।

ভ্রাঃ রমানাথন বলেন অভ্যাসীদের সহজমার্গের নীতিগুলি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা উচিত এবং সহজ সরল সাধারণভাবে জীবন যাপন করা উচিত যেমন আমাদের গুরুদেব চান।

শিশুরা এক নাটক অভিনয় করে ও কিছু আকর্ষণীয় কার্যক্রমে অংশ নেয় যেগুলি প্রথম ২০১৩ সালে বাবুজী মহারাজের জন্মদিনে তিরুপ্পুরে চিল্ড্রেন্স্ কর্ণারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মধ্যাহ্নভোজের পর একঘন্টা ব্যাপী প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অভ্যাসীদের হৃদয়ে সহজ মার্গ গভীরভাবে বুঝতে সহায়তা করে। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রায়চূর, কর্ণাটক

৫ এবং ৬ এপ্রিল রায়চূর আশ্রমে রায়চূর, গুলবার্গা, শোরাপুর, গোগি ও আশেপাশের আরও কয়েকটি কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী নিয়ে 'মিশনের সাহিত্য পাঠের উপকারীতা'র উপর দুদিন ব্যাপী এক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় । ব্যাঙ্গালোরের ভ্রাঃ ভেঙ্কট রাও এর দল এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করে । দু–দিনই সকাল ৭.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় । সারাদিনে প্রশ্নোত্তর, পারস্পরিক আলোচনা, ক্যুইজ্ এবং অন্যান্য বিষয় ছিল । সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হত । ডঃ গজেন্দ্র সিং (ZIC – N. Karnataka) সবসময়ই উপস্থিত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন । সমস্ত অভ্যাসীই অনুভব করে এই কার্যক্রমে তারা উপকৃত হয়েছে এবং তারা তাদের গভীর আনন্দ প্রকাশ করে । জুনের অন্তিম সপ্তাহে গুলবার্গা আশ্রমে একই রকম কার্যক্রমের পরিকল্পনা আছে ।

খড়গ্‌পুর, পশ্চিমবঙ্গ

৩৫ জন নতুন অভ্যাসী নিয়ে খড়গ্‌পুর কেন্দ্রে ৯ মার্চ এক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল । জাগতিক বস্তুর চেয়ে প্রকৃত লক্ষ্যের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন –এ ব্যাপারে গুরুদেবের ভিডিও প্রদর্শিত হয় । অংশগ্রহণকারীদের অভ্যাসের উপর বিভিন্ন সন্দেহ পরিষ্কার হয়ে যায় । কয়েকজন অভ্যাসীকে বর্ণনা করতে বলা হয় কিভাবে তারা দৈনন্দিন সাধনা অভ্যাস করে । লক্ষ্য করা যায় তারা যথাবিহিত নিয়মাবলী অনুসরণ করছে না । তাদের সঠিক অভ্যাস পদ্ধতি বর্ণনা করা হয় । বাংলা ও ইংরাজীতে Practice of Sahaj Marg থেকে ধ্যান, সাফাই ও প্রার্থনা অংশ পাঠ করা হয় । পরে তা হিন্দিতে অনুবাদ করেও শোনানো হয় । ভঃ চন্দর কান্তা হিন্দিতে প্রার্থনা, ধ্যান, সাফাই, সৎসঙ্গ ও ভান্ডারার উপর এক উপস্থাপনা প্রদর্শন করেন । বৈকালিক চা ও জলযোগের সঙ্গে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

নতুন প্রকাশনা

அனந்தத்தை நோக்கி
Ram Chandra

Towards Infinity
Tamil

सहजमार्ग काय आहे
पार्थसारथी राजगोपालाचारी

What is Sahaj Marg
Marathi

वे कहते हैं
भाग - 5
पार्थसारथी राजगोपालाचारी

Ve Kehthe Hain Part 5
Hindi

নব–নিযুক্তিকরণ

সেন্টার ইন্ চার্জ, গোয়া

ভ্রাতা দত্তপ্রসাদ বিনায়ক ভোঁসলে

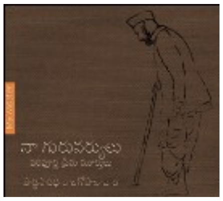

My Master
Audio Book - Telugu

প্রত্যুষে সত্য
রাম চন্দ্র

Reality at Dawn
Audio Book - Bengali

Towards Infinity
Hindi - Audio Book

Sahaj Marg Meanderings
Tamil, Telugu, Hindi, Marathi, Gujarati, Kannada and Malayalam

സത്യോദയം
രാം ചന്ദ്ര

Reality at Dawn
Audio Book - Malayalam

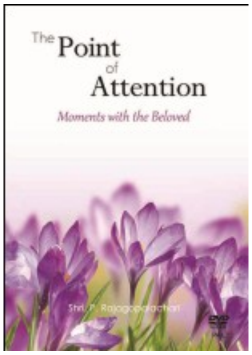
The Point of Attention
Moments with the Beloved

The Point of Attention
English - DVD

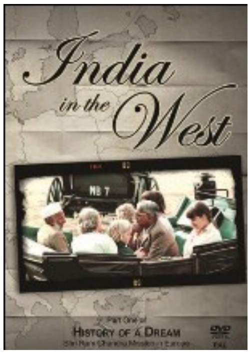
India in the West
History of a Dream

India in the West
English - DVD

In Tune with Nature

In Tune with Nature
English - DVD

জ্যোতির্কেন্দ্র

কেরালা আঞ্চলিক আশ্রম, আলুভা

> "প্রকৃতির প্রথম সূত্র ও প্রকৃতির শেষ সূত্র হল 'কোনকিছুই আমার নয়' । কিন্তু আমি যদি কন্ডুইট্ (পাইপ) হতে পারি যাতে আমার মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রবাহিত হতে পারে, তাহলে আমি চিরন্তন হতে পারি কারণ অনন্তকালের প্রয়োজন এক চিরন্তন কন্ডুইট্ (পাইপ) যার মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় আশীর্বাদ অনন্তকাল প্রবহমান থাকবে ।"
>
> পি. রাজাগোপালাচারী, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, আলুভা

আলুভায় প্রথম সৎসঙ্গ হয়েছিল ভ্রাঃ এম.পি.মধুসুদননের বাড়িতে । অভ্যাসী সংখ্যা বাড়তে থাকায় তাঁর বাড়ির দোতলায় ধ্যানকক্ষ নির্মাণ করা হয় এবং ২০ মে ১৯৯৪এ মিশনের তখনকার সচিব ভ্রাঃ সারনাদজী এই ধ্যানকক্ষের উদেবাধন করেন ।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ গুরুদেব প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে কেরালা সফর করেন । আলুভার মহাত্মা গান্ধী মিউনিসিপাল টাউন হলে এক বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । প্রায় ৮০০ অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ।

১২ জানুয়ারী ১৯৯৬, গুরুদেব নিকটবর্তী কাড়ুঙ্গালুর গ্রামে মিশনের জন্য জমি ক্রয় অনুমোদন করেন । দুই একরের থেকেও বেশি জায়গা একটু নিচু জমিতে ক্রয় করা হয় । পরে তা লালমাটি দিয়ে ভরিয়ে সীমারেখা বরাবর দেয়াল তুলে প্রবেশদবার নির্মাণ করা হয় । এর নাম দেওয়া হয় 'সহজ গ্রামম্' । মিশনের জন্য ৭০ শতাংশ রেখে বাকী অংশ ৫ শতাংশ করে প্লটে ভাগ করা হয় । ২৮ জন অভ্যাসী প্রাথমিক খরচ বহন করেন এবং বর্তমানে ১০টি পরিবার এই প্রাঙ্গনে বসবাস করে ।

২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০১, গুরুদেবের দিবতীয়বার এই কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় এই আশ্রমের উদেবাধন করেন । সেই সময় সুযোগ–সুবিধা বলতে এই আশ্রমে ৫০০০ বর্গ ফুটের ধ্যানকক্ষ, থাকার জন্য প্রথম তলের তিনদিকে তিনটি ডর্মিটরি এবং দোতলায় দুটি বড় ওভারহেড ট্যাঙ্ক ছিল । গুরুদেব মিশনের জন্য অভ্যাসীদের থেকে আরও কিছু প্লট ক্রয় করার পরামর্শ দেন আর তাই আজ মিশনের ১.১৪ একর জায়গা আছে ।

২০১১তে এই আশ্রমকে নবরূপ প্রদান করা হয় । সামনের দিকে উচ্চতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয় ঐতিহ্যগত কেরালা স্টাইল স্থাপত্যে (অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও আদ্রতার জন্য) । ছাদে স্টীল ও রঙীন অ্যালুমিনিয়াম্ শীট্ ব্যবাহার করা হয় । ২০১২র প্রথম দিকে এই কাজ শেষ হয় । নবরূপে সজ্জিত আশ্রমের এক ভিডিও নেওয়া হয় এবং তা মানাপাক্কামে গুরুদেবের কাছে পাঠনো হয় । তিনি দেখে মন্তব্য করেন 'অতি চমৎকার' ।

বিভিন্ন ভান্ডারা, আঞ্চলিক স্তরের নানা বৈঠক, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষকদের বৈঠক এখানে অনুষ্ঠিত হয় । এই আশ্রম জোনাল অ্যাকাউন্ট্স্ নোডাল সেন্টার এবং SHPT ও SRCM প্রকাশনার আঞ্চলিক বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে । কেরালার সমস্ত কেন্দ্রীভূত ক্রিয়াকর্ম এই আলুভা আশ্রম থেকে পরিচালনা করা হয় ।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2014 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.